সঙ্গীত তন্ত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

।। শাস্ত্রীয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ ।।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি (এলাহাবাদ)
৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম বর্ষ। বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ (কলকাতা), প্রাচীন
কলাকেন্দ্র (চণ্ডীগড়), পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদ, ভাতখণ্ডে সঙ্গীত
বিদ্যাপীঠ (লক্ষ্ণৌ), গান্ধর্ব সঙ্গীত বিদ্যালয় (মুম্বাই) এবং
যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, মিউজ ও
গবেষকদের গায়ন, তন্ত্র, সুষির বাদকদের
একান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক।

দেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত প্রভাকর (এলাহাবাদ)
প্রাক্তন সর্ব বিষয়ক পরীক্ষক : সঙ্গীত প্রভাকর (এলাহাবাদ)
অধ্যক্ষ : সঙ্গীত-চক্র (কলকাতা)

• প্রধান পরিবেশক •
ব্রতী প্রকাশনী
"গানের ঘর"
"বিদ্যাসাগর টাওয়ার" (ত্রিতল)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন : ২২১৯-৯১০৩

॥ অনুক্রমণিকা ॥

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসঃ মানবজাতির উত্থান, আদি যুগ, প্রাক্‌বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ, ঋক বেদ, সামবেদ,—পূর্ব্বার্চ্চিক, গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, উত্তরার্চ্চিক, উপনিষদ ও তৎকালীন সঙ্গীতচিন্তা—(ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, প্রাতিশাখ্য)—১-১২। আর্য-অনার্য সঙ্গীত—১২। বৈদিক যুগে স্বর—(উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, আর্চ্চিক যুগ, গাথিক যুগ, সামিক যুগ)—১৩-১৫। বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র—১৫। বৈদিকোত্তর যুগ ও পাণিনির অষ্টাধ্যায় ব্যাকরণ—১৫। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সঙ্গীত চিন্তা—(গান্ধর্ব্ব-মার্গ সঙ্গীত, দেশী সঙ্গীত)—১৭। মহাকাব্যের যুগ—(রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ)—১৮-২১। পৌরাণিক যুগ—পৌরাণিক যুগে সঙ্গীত—(মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ)—২১-২৪। বৌদ্ধ যুগে সঙ্গীত—বৌদ্ধ জাতক—২৪-২৭। জৈন ধর্ম্মে সঙ্গীত—২৭-২৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভরত নামের তাৎপর্য্য—২৯। ভরত নাট্যশাস্ত্র সৃষ্টিকাল—৩২। পঞ্চভরতাখ্যান—৩৩। ভরত নাট্য শাস্ত্র—বেদনাট্য বা নাট্যের উৎপত্তি কথা, নাট্যবেশ্ম বা নাট্যশালা (বিকৃষ্ট, চতুরস্র, ত্র্যস্র)। নাট্যশালার উপযুক্ত নির্ম্মাণ পদ্ধতি, নেপথ্য গৃহ, প্রেক্ষক—৩৪-৪০। পূর্ব্বরঙ্গ—(চিত্র পূর্ব্বরঙ্গ, অন্তর্যবনিকা, প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, মার্গাসারিত, আসারিত, বহির্যবনিকা—গীতবিধি উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী মহাচারী, ত্রিগত, প্ররোচনা তথা পূর্ব্বরঙ্গের ভিন্ন চারি প্রকার—শুদ্ধ, চিত্র, ত্র্যস্য, চতুরস্র)—৪০-৪৬। অভিনয়—আঙ্গিক, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, আবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী, ওড্রমাগধী, বাচিকাভিনয়—পাঠ্যস্বর, সপ্তস্বর, ত্রিস্থান, চারবর্ণ, দ্বিবিধকাকু, ষড়ালংকার, দ্রুতস্বর, ষড়াঙ্গ, আহার্য্যাভিনয়, ভাবাভিনয়, আভ্যন্তরবাহ্য, লাস্য—স্থিতিপাঠ্য, আসীনপাঠ্য, পুষ্প-গন্ধিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমূঢ়ক, দ্বিমূঢ়ক, সৈন্ধবক, উত্তমোত্তমক, বিচিত্রপদ, উক্ত-প্রত্যুক্ত, ভাবিত। বিশেষ অভিনয়, লোকধর্ম্মী অভিনয়, নাট্যধর্ম্মী অভিনয়—৪৬-৫৪। নাট্যসঙ্গীত ধ্রুবা—৫৪-৫৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ হইতে সুরু করিয়া আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত—মধ্যযুগ (ক)—আরবীয় সঙ্গীত ও কৃষ্টির ইতিহাস—৫৭। আরবীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতের যোগসূত্র—৫৯। মধ্য যুগ (খ)—মুসলমান দরবারে সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ তথা সুলতানী যুগে সঙ্গীত ও সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞ—আলাউদ্দিন খিলজী, বৈজু-বাওরা, আমীর খসরু, গোপাল নায়ক, সুলতান মুইজুদ্দিন কায়কোবাদ, সুলতান জালালউদ্দিন খিলজী, মহম্মদ-বিন-তুঘলক, ফিরোজশাহ তোঘলক, কুতুবউদ্দিন খিলজী, সুলতান সিকন্দর, সুলতান

ফিরোজ শাহ, তৈমুর, মণ্ডন পণ্ডিত, সুলতান হুসেন শর্কী, সুলতান মহম্মদ, রাজা মানসিংহ তোমর, হায়দার শাহ, সুলতান হুসেন শাহ, ইউসুফ আদিল শাহ, বহলোল লোদী, মির্জা হায়দার, ইউসুফ শাহ—৬০-৬৬। কাশ্মীরে সঙ্গীত চিন্তা—৬৬, রাজপুতে এবং চালুক্য রাজত্বকালে সঙ্গীতের অবদান ও চালুক্য বংশ—৬৭, সঙ্গীত জগতে বৃন্দাবন-মথুরার অবদান—৬৭। **মধ্যযুগ** (গ)—মোগল যুগে সঙ্গীতের পটভূমিকা—বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, নুরজাহান, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব, মহম্মদ শাহ, ওয়াজেদ আলী শাহ—৬৯-৭৫। **আধুনিক যুগ**—মধ্যযুগের পর হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত সঙ্গীত চিন্তা—৭৫-৭৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সুপ্রাচীনকালের বিদগ্ধ সঙ্গীতগুণীদের জীবন চরিত ও গ্রন্থ বিবরণ—স্বাতি, শাণ্ডিল্য, কোহল তথা কোহল সৃষ্ট সঙ্গীত মেরু, তাল লক্ষণ, কোহলীয় অভিনয় শাস্ত্র ও কোহল রহস্যম ইত্যাদি গ্রন্থের বিবরণ—৭৭-৭৯। তুম্বুরু, বিশ্বাখিল, শার্দুল, পার্শ্বদেব—৭৯। দত্তিল ও দত্তিলম্ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শিক্ষাকার নারদ, মকরন্দকার নারদ—৮০-৮৪। নন্দিকেশ্বর ও অভিনয় দর্পণ গ্রন্থের বিবরণ, ষাষ্টিক—৮৪-৮৫। মতঙ্গ, কিন্নরী বীণা ও বৃহদ্দেশী গ্রন্থের বিবরণ—৮৬। বিশ্বাবসু, কবিলোচন ও রাগ তরঙ্গিণী গ্রন্থের বিবরণ—৮৯। কল্লিনাথ, পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্ঠল ও সদ্রাগ চন্দ্রোদয়, রাগ মঞ্জরী, রাগমালা, নৃত্য নির্ণয় গ্রন্থ সমূহের বিবরণ—৯১। পণ্ডিত দামোদর ও সঙ্গীত দর্পণ গ্রন্থের বিবরণ—৯৩। ফকীরুল্লা কৃত রাগদর্পণ গ্রন্থের বিবরণ—৯৪। বখসু, চরজু, নায়ক ভান্নু, নায়ক মচ্ছু, পাণ্ডোয়, রামদাস, বাজবাহাদুর—৯৫-৯৯। সোমনাথ ও রাগবিবোধ গ্রন্থের বিবরণ—৯৯। জয়দেব ও গীতগোবিন্দ গ্রন্থের বিবরণ—১০০। বিলাস খাঁ, তানতরঙ্গ খাঁ, শেখ বহাউদ্দিন, শের মহম্মদ, নওবং খাঁ—১০৩-১০৭। জগন্নাথ কবিরায়—১০৭। মহাকবি কালিদাস—১০৮।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বিদগ্ধ সঙ্গীত গুণীদের জীবনচরিত ও গ্রন্থ বিবরণ—আবদুল করিম খাঁ, হস্সু ও হদ্দু খাঁ, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, মহারঙ্গ, মনরঙ্গ—১০৯-১১৩। হৃদয় নারায়ণদেব ও হৃদয় কৌতুক হৃদয় প্রকাশ গ্রন্থের বিবরণ—১১৩। শ্রীনিবাস ও রাগতত্ত্ব বিবোধ গ্রন্থের বিবরণ—১১৪। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ—১১৬। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর—১১৭। মহম্মদ রজা, পণ্ডিত রামামাত্য ও স্বরমেল কলানিধি গ্রন্থের বিবরণ—১১৮-১২০। দত্তাত্রেয় পালুস্কর—১২০। বিষ্ণুগোবিন্দ যোগ (ভি. জি. যোগ)—১২১। চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস—১২২-১২৪। দাদু—১২৪। কবি অ্যাণ্টনি, হরু ঠাকুর—১২৬। রামবসু—১২৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১২৮-১৩০। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতসূত্রসার গ্রন্থের বিবরণ—১৩০। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী—১৩২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—১৩৩। রজনীকান্ত সেন—১৩৪। দিলীপকুমার রায়—১৩৮। হিমাংশু কুমার দত্ত (সুরসাগর)—১৪০। তারাপদ চক্রবর্ত্তী—১৪১। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—১৪৩। চিন্ময় লাহিড়ী—১৪৫। আলী আকবর খাঁ—১৪৬। পণ্ডিত রবিশঙ্কর—১৪৭। বিলায়েত খাঁ—১৪৯। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ দক্ষিণ ভারতীয় বিদগ্ধ সঙ্গীত গুণীদের জীবনচরিত ও সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ইহার পটভূমিকা তথা গীতশৈলীর পরিচয়—সঙ্গীতের পটভূমিকা, রাগমালিকা, কৃতি তথা পরিবেশন পদ্ধতি, পদম্, জাবলী, তিল্লানা, স্বরজাতি, জাতিস্বরম্, বর্ণম্, পদবর্ণম্—১৫১-১৫৬। জীবনী—পুরন্দর দাস—১৬১। ক্ষেত্রজ্ঞ, ভদ্রাচল রামদাস—১৬৩। নারায়ণ তীর্থ—১৬৪। স্বাতী তিরুনল—১৬৫। শ্যাম শাস্ত্রী—১৫৬। ত্যাগরাজ—১৫৭। মুথুস্বামী দীক্ষিত—১৫৯।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ পাশ্চাত্য বিদগ্ধ সঙ্গীত গুণীদের জীবনচরিত—ভোলফ্গাঙ আমেদিয়াস্ মোৎসার্ট—১৬৭। জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ্—১৭৩। লুড্হ্বিইগ্ ফান্ বীটোফেন্—১৭৭। জর্জ ফ্রেডারিক হ্যান্দেল—১৮৪। ফাঞ্জ জোসেফ হাইডেন্—১৮৭। পিটার চাইকভস্কি—১৯২। ফ্রাঞ্জ পিটার শুবার্ট—১৯৫। ফেলিক্স মেন্দেল্সন্ বার্থহোলদী—২০৪। রবার্ট অ্যালেক্জাণ্ডার শুম্যান—২০৮। ফ্রেডারিক ফ্রাঁসোয়া শোপ্যাঁ—২১৫। রিখার্দ ভাগ্নার—২১৭। জোহান্স ব্রাম্স—২২১। হেক্টর লুই বেরলিয়জ—২৩০। ফ্রাঞ্জ লিস্ৎ—২৩৩।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ সঙ্গীত রচনা বিচিন্তা—শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ অথবা সঙ্গীতের উন্নতি সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব—২৪০। সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ—২৪১। ললিত কলায় সঙ্গীতের স্থান অথবা সঙ্গীত ও ললিত কলা—২৪১। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপর যবন সংস্কৃতির প্রভাব—২৪৩। লোকসঙ্গীত—(ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, বাউল, ভাওয়াইয়া, লেটো, কীর্ত্তন, যাত্রাগান, কবিগান, সারিগান, জারিগান, আলকাপ-গান, মুর্শীদ্যাগান, টুসুগান, ভাদুগান, ছড়া ও পাঁচালী গান, আগমনী ও বিজয়ার গান, রাখালিয়া গান, ঘেঁটু গান, ঘাটু গান, জাগ গান, বোলান গান, পটুয়ার গান, ঝাঁপান গান, কর্ম সঙ্গীত, করম পরবের গান, বিহু গান, ঝুমুর, চট্কা, চৈতী, কাজরী)—২৪৪-২৫২। সঙ্গীতে বাদ্যের স্থান—২৫২। মানব জীবনে সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অথবা প্রকৃতি, মানব ও সঙ্গীত—২৫৩। সঙ্গীত এবং স্বরসাধন—২৫৪। সঙ্গীতে ভাবপক্ষ কলাপক্ষ ও সঙ্গীত তথা কাব্য—২৫৫। সঙ্গীত ও স্বরলিপি—২৫৬। মহ্ফিলের গায়কী—২৫৭। জনতার উপর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব অথবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের লোকপ্রিয়তা—২৫৯। সঙ্গীত ও কল্পনা—২৫৯। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও বৃন্দবাদন—২৬০। সঙ্গীত সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা—২৬১। তানে রস সঞ্চার—২৬২। সঙ্গীত ও ব্যায়াম—২৬২। বিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা—২৬৩। সঙ্গীত ও মনোবিজ্ঞান বা চিকিৎসাশাস্ত্রে সঙ্গীতের অবদান—২৬৫। আধুনিক সঙ্গীত-শিক্ষার প্রণালী—২৬৬। ধ্রুপদ গানকে লোকপ্রিয় করিবার উপায়—২৬৬। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তানপুরার ভূমিকা কি? হারমোনিয়ম ব্যবহারে একই পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব?—২৬৭। মানবজীবনে অস্থিরতার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের

ভূমিকা—২৬৮। ঘরাণার অর্থ কি? আপনার কোন ঘরাণা রুচিকর—২৬৯। রাগাশ্রিত প্রাদেশিক গানে তাল ও লয়ের মহত্ত্ব কতখানি?—২৬৯। সঙ্গীতে তালের মহত্ত্ব—২৭০। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মুখ্য সিদ্ধান্ত—২৭১। শাস্ত্রীয় ও সুগম সঙ্গীত—২৭৩। রাগ পরিবেশনে সময় চিন্তা বৈজ্ঞানিক না অবৈজ্ঞানিক—২৭৩। রাগপ্রধান গানে উত্তরাঙ্গ ও পূর্ব্বাঙ্গ-এর মহত্ত্ব—২৭৪। বৃন্দবাদন কোন্ কোন্ সঙ্গীতে প্রয়োগ হইয়া থাকে?—২৭৪। বর্ত্তমানকালে ঘরাণার মূল্য কতখানি? বর্ত্তমানে ইহা মানিয়া চলেন কি?—২৭৫। অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের কি উপযোগিতা?—২৭৫। কণ্ঠ-যন্ত্রসঙ্গীতে অপ্রচলিত তালের অধুনা প্রয়োজন আছে কি?—২৭৬। প্রচলিত দশঠাট অধুনা কতখানি বিজ্ঞানসম্মত—২৭৬। পূর্ব্বাঙ্গ-উত্তরাঙ্গ রাগে প্রকৃতিগত পার্থক্য—২৭৭। আধুনিককালে সঙ্গীতে মার্গ সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা—২৭৭।

নবম পরিচ্ছেদঃ তাত্ত্বিক অন্বীক্ষণ: শিল্প তথা সঙ্গীত সন্দর্ভ— শিল্পের স্বরূপ—২৭৮। চারুকলা বনাম কারুকলা—২৮০। শিল্প এবং শিল্পী—২৮২। শিল্পে অধিকার—২৮৪। শিল্পে বাস্তবতা—২৮৬। শিল্পে কুশ্রীতা—২৮৯। শিল্পীর শৈল্পিক পরিবেশন পদ্ধতি ও সর্ব্বজনীনতা—২৯০। শিল্পে প্রয়োজনীয়তা—২৯৩। শিল্প ও নৈতিকতা—২৯৪। শিল্পে সর্ব্বজনীনতা—২৯৬। শিল্পতত্ত্ব তথা অনুকৃতিবাদ এবং বিরুদ্ধ মনস্কতা—২৯৭। শিল্পতত্ত্ব তথা ভাববাদ—৩০১। শিল্পতত্ত্ব তথা কল্পনাবাদ—৩০২। শিল্পতত্ত্ব তথা রূপ কৈবল্যবাদ—৩০৫। অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ—৩০৬। অন্যান্য শিল্পকলা তথা সঙ্গীত—৩০৮। সঙ্গীতের সহিত অন্যান্য শিল্পকলার পার্থক্য—৩১১। সঙ্গীত তথা ভাব—৩১২। এডোয়ার্ড হ্যানস্লিকের সঙ্গীত সৌন্দর্য্য—৩১৩। বিমূর্ত্ত রূপবাদ তথা সঙ্গীত—৩১৫। সঙ্গীতের অনন্য সাপেক্ষতা—৩১৭। সঙ্গীতের তাত্ত্বিক রূপময় ভাষা—৩১৯।

দশম পরিচ্ছেদঃ প্রবন্ধ-ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরী-টপ্পাশৈলী ও কীর্ত্তন গানের বিশদ বিবরণ তথা বাণী ও ঘরাণা ইতিবৃত্ত— প্রবন্ধ গান হইতে ধ্রুপদ তথা খেয়াল গানের উত্তরণ ও বিবর্ত্তন (প্রবন্ধগান, নিবন্ধ-অনিবন্ধ, রাগালাপ, রূপকালাপ, ছায়ালগ, আলপ্তি গান, সংকীর্ণ রাগ, স্বস্থান নিয়ম, স্থায়ী, দ্ব্যর্দ্ধ, অর্দ্ধস্থিত, দ্বিগুণ স্বর)—৩২১। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গানের ক্রমবিকাশ—৩২৪। খেয়াল গানের উত্তরণ—৩২৬। ধ্রুপদ গানে বাণী এবং ঘরাণার প্রবর্ত্তন তথা বৈশিষ্ট্য (গওহর, ডাগর, খাণ্ডার, নওহর বাণী)—৩২৯। খেয়াল গানের ঘরাণা—গোয়ালিয়র, আগ্রা, দিল্লী, সাহারানপুর, অতরৌলী, তানসেন, সহসবান, খুরজা, মথুরা, বেতিয়া, কিরানা, জয়পুর, বিষ্ণুপুর, আল্লাদিয়া, পাতিয়ালা, সেনী ঘরানা)—৩৩১। তন্ত্রবাদ্যের ঘরাণার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (মাইহর, বাবু খাঁ ঘরাণা, কালপী, বান্দা, দ্বারভাঙ্গা, গোয়ালিয়র, করামতউল্লা, রামপুর)—৩৩৮। ঠুংরী শৈলীর গান বা গায়কী (ওয়াজেদ আলি শাহ, গণপৎ রাও, মৌজুদ্দিন)—৩৪৩। টপ্পা শৈলীর গান বা গায়কী (শোরী মিঞা, শ্রীধর কথক, কালী মীর্জ্জা, রামনিধি গুপ্ত, ভক্ত রামপ্রসাদ)—৩৪৭। কীর্ত্তন—৩৫৩-৩৫৮। সঙ্গীতোৎপত্তির প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবহারিক বীক্ষণ—৩৫৯।

একাদশ পরিচ্ছেদঃ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের কয়েকটি বিবরণ— বীণা (মহতী, কচ্ছপী, ত্রিতন্ত্রী, কিন্নরী, রঞ্জনী, রুদ্র বীণা [রবাব], শারদীয় বীণা [সরোদ], বিপঞ্চী, নাদেশ্বর ও ভরত বীণা)—৩৬২-৩৬৭। বীণ, সুর বাহার, সুরশৃঙ্গার, সারেঙ্গী—৩৬৭। সানাই, রোশন চৌকি, বংশী—(সরল বাঁশী, আড় বাঁশী, লয় বংশী, টিপারা ফ্লুট)—৩৬৯।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ জ্ঞাতব্য যাবতীয় পরিভাষা এবং শাস্ত্রীয় ঔপপত্তিক ব্যাখ্যা— ধ্বনির উৎপত্তি ও ইহার গতিবেগ, কম্পন—৩৭২। নাদ-অনুনাদ, প্রতিধ্বনি, ধাতু, তুক, বিভাগ, বিদারী, জন্যরাগ, আশ্রয়রাগ, রাগ গায়ন, বহির্গীত-নির্গীত, বাগ্গেয়কার, সরল গুণান্তর, গুণান্তর, স্বরান্তর, স্বরসম্বাদ, শুদ্ধ স্বর সম্বাদ, বিসম্বাদ-বিবাদ, ষড়জ-পঞ্চম, ষড়জ-মধ্যম—৩৭৩। দেশজ রাগের বর্গীকরণ, প্রমাণ শ্রুতি, কাকু, পঞ্চপাণি—৩৭৭। ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাজ্ঞজনের শ্রুতিবিষয়ক বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা—শ্রুতি, সারণা চতুষ্টয়ী—৩৭৮। ভরত নির্ণীত শ্রুতি সমান না অসমান—এই বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রকারদের তাত্ত্বিক আলোচনা—৩৮৫। নাদ-শ্রুতি স্বর-এর পার্থক্য এবং প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক মতানুসারে প্রাকৃত-বিকৃত শ্রুতি স্বর বিভাজন—৩৮৬। প্রাচীন গ্রন্থকারদের শ্রুতিভিত্তিক শুদ্ধ বিকৃত স্বর স্থাপনা (ভরত, শারঙ্গদেব, লোচন, রামামাত্য, পুণ্ডরিক বিট্ঠল, সোমনাথ, অহোবল) —৩৮৮। আধুনিক কালে শুদ্ধ বিকৃত স্বর স্থাপনা—৩৯০। তারের দৈর্ঘ্য এবং আন্দোলন সংখ্যা তথা আন্দোলন সংখ্যার মাধ্যমে তারের দৈর্ঘ্য নিরূপণ—৩৯১। তানপুরায় সৃষ্ট সহায়ক নাদ এবং সৃষ্ট আন্দোলন সংখ্যার ভিত্তিতে সঙ্গীতে প্রযোজ্য স্বরের সৃষ্টি রহস্য—৩৯২। সেতারে তারের দৈর্ঘ্য—৩৬" ইঞ্চি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের মতানুসারে শুদ্ধ বিকৃত স্বর স্থাপনা—৩৯৫। পণ্ডিত শ্রীনিবাস, মঞ্জরীকার ও ভাতখণ্ডেজী কৃত স্বরসপ্তক-এর তারের দৈর্ঘ্য আন্দোলন সংখ্যা নিরূপণ—৩৯৭। সঙ্গীতে শ্রবণ-বহন—৪০০।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ রাগের শাস্ত্র পরিচয়, অল্পত্ব বহুত্ব, আলাপ এবং তান— হিন্দোল—৪০১। দরবারী কানাড়া তথা অষ্টাদশ কানাড়া—(দরবারী কানাড়া, আড়ানা, বাগেশ্রী কানাড়া, নায়কী কানাড়া, কৌশিকী কানাড়া, কাফী কানাড়া, সাহানা কানাড়া, সুঘরাই কানাড়া, সুহা কানাড়া শুদ্ধ কানাড়া, বাহার কানাড়া, মুদ্রাকি কানাড়া, টৈংকা কানাড়া, হোসেনী কানাড়া, গারা কানাড়া, নাগধ্বনি কানাড়া, শ্যাম কানাড়া, মঙ্গল কানাড়া)—৪০৫। আড়ানা—৪১৩। গৌড় মল্লার তথা দ্বাদশ মল্লার (মেঘ, মল্লার, মেঘমল্লার, ধুলিয়া মল্লার, হরিদাসী মল্লার, রামদাসী মল্লার, গৌড় মল্লার, মিঞাকি মল্লার, সুরমল্লার, জয়েৎ মল্লার, মীরাবাঈকি মল্লার, চরজুকি মল্লার)—৪১৮। গৌড় সারং তথা নবম সারং (সারং, মধুমত, গৌড় সারং, বড় হংস, সামন্ত, মিঞাকি সারং, লংকাদহন সারং, শুদ্ধ সারং, বৃন্দাবনী সারং)

—৪২৪। ছায়ানট তথা দশম নট্ (নট, ছায়ানট, হাম্বীর নট, বিহাগ নট, নট বিলাবল, নট নারায়ণ, কেদার নট, কামোদ নট, নট মল্লার, নট ভৈরব)—৪৩১।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ রাগের শাস্ত্র পরিচয়, অল্পত্ব-বহুত্ব, আবির্ভাব-তিরোভাব, আলাপ এবং বিলম্বিত ও দ্রুত তান—ললিত—৪৩৮। রাগেশ্রী—৪৪১। মালগুঞ্জী—৪৪৫। পূরিয়া ধানেশ্রী—৪৪৯। মিঞামল্লার—৪৫৪। দেশী—৪৫৮। বসন্ত—৪৬৪। পরজ—৪৬৯। রামকেলী—৪৭২। শুদ্ধকল্যাণ—৪৭৭। যোগিয়া—৪৮২। সিন্ধুড়া—৪৮৩। পাহাড়ী—৪৮৪। ঝিঁঝিট—৪৮৫।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি—পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বর্ষ-এর (এম. মিউজ); বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ, স্বরের মায়া সঙ্গীত সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ (পশ্চিমবঙ্গ), প্রাচীন কলাকেন্দ্র (চণ্ডীগড়), ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ (লক্ষ্ণৌ), গান্ধর্ব সঙ্গীত বিদ্যালয় (বোম্বে) এবং যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. মিউজ পরীক্ষার্থীদের তথা সঙ্গীত গবেষকগণের পাঠ্যক্রম আনুসারিক রাগসমূহের শাস্ত্র, স্বরবিস্তার ও তানের বিশদ ব্যাখ্যা (ক-তালিকা)—৪৮৬-৪৯১। রাগ আহীর ভৈরব—৪৯২। আভোগী কানাড়া—৪৯৪। ইমনি বিলাবল—৪৯৭। কৌশিক কানাড়া—৫০০। কাফী কানাড়া—৫০৪। খাম্বাবতী—৫০৭। গোরখ কল্যাণ—৫০৯। গুর্জরী টোড়ী তথা ত্রয়োদশ টোড়ী (টোড়ী, দেশী টোড়ী, বিলাসখানি, দেবগান্ধার, গান্ধারী, জৌনপুরী টোড়ী, খট্ টোড়ী, ভূপাল টোড়ী, গুর্জরী টোড়ী, লাচারী টোড়ী, অঞ্জনী টোড়ী, বাহাদুরী টোড়ী, লছমী টোড়ী)—৫১৩। চন্দ্রকোষ—৫২০। জৈতাশ্রী—৫২৩। দেবগান্ধার—৫২৬। দেবগিরি বিলাবল—৫২৯। নায়কী কানাড়া—৫৩২। নন্দ—৫৩৭। নারায়ণী—৫৩৯। পূরিয়া কল্যাণ—৫৪২। বিহাগড়া—৫৪৫। বিলাসখানী টোড়ী—৫৪৮। ভাটিয়ার—৫৫৩। মারুবেহাগ—৫৫৭। মিঞাকি সারং—৫৬০। মলুহা কেদার—৫৬৩। মেঘমল্লার—৫৬৬। মধুবন্তী—৫৬৯। যোগ—৫৭৩। যোগকোষ—৫৭৫। রামদাসী মল্লার—৫৭৭। শুদ্ধ সারং—৫৮০। শ্যামকল্যাণ—৫৮৩। সুহা—৫৮৭। সুরমল্লার—৫৯১।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ 'খ' তালিকা ভুক্ত রাগসমূহের শাস্ত্র ও রাগ-রূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু বন্দেশ ও গৎ জানিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া অনুসন্ধিৎসু সঙ্গীত পিপাসুদের কথা স্মরণে রাখিয়া পাঠ্যক্রম বহির্ভূত অধিকন্তু দশটি রাগের পরিচয় ও চলন লিপিবদ্ধ করা হইল—৫৯৬-৬০১। আনন্দ ভৈরব—৬০২। কুকুভ-বিলাবল—৬০৩। কোমল আসাবরী—৬০৪। খট্—৬০৫। গুণকেলী—৬০৬। গোপী বসন্ত—৬০৮। গুনক্রী (বিলাবল ও ভৈরবী ঠাট)—৬০৯। গান্ধারী—৬১০। গৌরী (ভৈরব ও পূর্বী ঠাট)—৬১২। গারা—৬১৩। চারুকেশী—৬১৪। জলধর কেদার—৬১৫। জৈত কল্যাণ—৬১৬। জৈত—৬১৭। জয়ন্ত মল্লার—৬১৯। ধানী—৬১৯। ধানেশ্রী—৬২০। নট-ভৈরব—৬২১। নট বিলাবল—৬২২। নট-বেহাগ—৬২৩। নট-মল্লার—৬২৪। প্রদীপকি—৬২৪। পটমঞ্জরী—৬২৬। বঙ্গাল ভৈরব—৬২৭। বসন্ত-বাহার, বারোয়া—৬২৮। বৈরাগী, বসন্ত মুখারী—৬২৯। বাচস্পতি—৬৩০। ভৈরব-বাহার, ভূপাল টোড়ী—৬৩১। ভংখার—৬৩২। ভীম—৬৩৩। মধুমাদ সারং—৬৩৫। মালীগৌরা, মেঘ—৬৩৬। রেওয়া—৬৩৭। ললিতা গৌরী—৬৩৯। ললিত পঞ্চম, হংস-ধ্বনি—৬৪০। হংস কিঙ্কিনী, শিবমত ভৈরব—৬৪১। শুক্ল-বিলাবল, সাজগিরি—৬৪৩। সরপরদা—৬৪৪। সাহানা, সুঘরাই—৬৪৫। হেমন্ত, হিন্দোলী—৬৪৬।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ সমপ্রকৃতি রাগের তুলনামূলক আলোচনা : বাহার—মিঞামলহার—৬৪৮। হিন্দোল-পূরিয়া—৬৪৯। আড়ানা—দরবারী কানাড়া—৬৫০। ছায়ানট-কামোদ—৬৫১। মালগুঞ্জী-বাগেশ্রী—৬৫১। মালগুঞ্জী-জয়জয়ন্তী—৬৫২। দেশী-মালগুঞ্জী—৬৫৩। রামকেলী-ভৈরব—৬৫৪। দেশী-তিলককামোদ—৬৫৫। শুদ্ধকল্যাণ-দেশকার—৬৫৫। শুদ্ধকল্যাণ-ভূপালী—৬৫৬। রামকেলী-কালেংড়া—৬৫৭। রাগেশ্রী-বাগেশ্রী—৬৫৮। রাগেশ্রী-মালগুঞ্জী—৬৫৯। মিঞামল্লার-দরবারী কানাড়া—৬৫৯। গৌড় মল্লার—মিঞামল্লার—৬৬০। পরজ-বসন্ত—৬৬১। যোগিয়া-ভৈরব—৬৬২। সিন্ধুরা-কাফী—৬৬৩। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—৬৬৩। সুহা কানাড়া-সুঘরাই কানাড়া—৬৬৪। শুদ্ধ সারং-শ্যামকল্যাণ—৬৬৫। সুহা কানাড়া-নায়কী কানাড়া—৬৬৬। আহীর ভৈরব-আনন্দ ভৈরব—৬৬৭। ইমনি বিলাবল-দেবগিরি বিলাবল—৬৬৮। সাহানা-নায়কী কানাড়া—৬৬৯। শুদ্ধ সারং-মিঞাকি সারং—৬৬৯। মালুহা কেদার—জলধর কেদার—৬৭১। গুর্জরী টোড়ী-ভূপাল টোড়ী—৬৭১। সুরমল্লার-রামদাসী মল্লার—৬৭২। ভাটিয়ার-আনন্দ ভৈরব—৬৭৩। মালকোষ-কৌশিক কানাড়া—৬৭৪। মালকোষ-চন্দ্রকোষ—৬৭৫। টোড়ী-গুর্জরী টোড়ী—৬৭৫। বেহাগ-মারু বেহাগ—৬৭৬। মারু বেহাগ-নন্দ—৬৭৭। সুঘরাই-সাহানা—৬৭৮। ভাটিয়ার-ভংখার—৬৭৯।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ তালপ্রসঙ্গ—ঠেকা ও বিভিন্ন লয়কারী : পোস্ত তাল—৬৮০। রুদ্র তাল—৬৮১। কুম্ভ ও খেমটা তাল—৬৮৩। ফরদোস্ত তাল—৬৮৫। পঞ্চম সোয়ারী তাল—৬৮৭। গজঝম্পা ও মধ্যমান বা পাঞ্জাবী তাল—৬৯০। আড়া ঠেকা, যৎ, টপ্পা ও অদ্ধা তাল—৬৯১। শিখর তাল—৬৯২। মত্ত তাল—৬৯৪। লক্ষ্মী ও গণেশ তাল—৬৯৬। ব্রহ্মতাল—৭০০।

বিদগ্ধ উত্তর-দক্ষিণ ভারতীয় তথা পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত গুণীদের জীবনচরিত

আমীর খসরু, গোপাল নায়ক, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক—৬১-৬৪। ওয়াজেদ আলী শাহ—৭৩-৭৫। স্বাতি, শাণ্ডিল্য, কোহল—৭৭-৭৯। তুম্বুরু, বিশ্বাখিল, শার্দূল, পার্শ্বদেব—৭৯। দত্তিল, শিক্ষাকার নারদ, মকরন্দকার নারদ—৮০-৮৪। নন্দিকেশ্বর, যাষ্টিক—৮৪-৮৫। মতঙ্গ—৮৬। বিশ্বাবসু, কবিলোচন—৮৯। কল্লিনাথ, পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল—৯১-৯২। পণ্ডিত দামোদর—৯৩। ফকীরুল্লা—৯৫। বখসু, চরজু, নায়ক ভান্নু, নায়ক মচ্ছু, পাণ্ড্যেয়, রামদাস, বাজ বাহাদুর—৯৫-৯৯। সোমনাথ—৯৯। জয়দেব—১০০। বিলাস খাঁ, তানতরঙ্গ খাঁ, শেখ বহাউদ্দীন, শের মহম্মদ, নওবৎ খাঁ—১০৩-১০৬। জগন্নাথ কবিরায়—১০৭। মহাকবি কালিদাস—১০৮। আবদুল করিম খাঁ, হস্‌সু ও হদ্দু খাঁ, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, মহারঙ্গ, মনরঙ্গ—১০৯-১১২। হৃদয় নারায়ণদেব—১১৩। শ্রীনিবাস—১১৪। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ—১১৬। পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর—১১৭। মহম্মদ রজা, পণ্ডিত রামামাত্য—১১৮। দত্তাত্রেয় পালুস্কর—১২০। বিষ্ণু গোবিন্দ যোগ (ভি. জি. যোগ)—১২১। চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস—১২২-১২৪। দাদু—১২৪। কবি অ্যাণ্টনি, হরুঠাকুর—১২৬। রামবসু—১২৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ—১২৮। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—১৩০। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী—১৩২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—১৩৩। রজনীকান্ত সেন—১৩৪। দিলীপকুমার রায়—১৩৮। হিমাংশু কুমার দত্ত—১৪০। তারাপদ চক্রবর্ত্তী—১৪১। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—১৪৩। চিন্ময় লাহিড়ী—১৪৫। আলী আকবর খাঁ—১৪৬। পণ্ডিত রবিশংকর—১৪৭। বিলায়েত খাঁ—১৪৯। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫০। শ্যামশাস্ত্রী—১৫৬। ত্যাগরাজ—১৫৭। মুথুস্বামী দীক্ষিত—১৫৯। পুরন্দর দাস—১৬১। ক্ষেত্রজ্ঞ, ভদ্রাচল রামদাস—১৬৩। নারায়ণ তীর্থ—১৬৪। স্বাতী তিরুনল—১৬৫। মোৎসার্ট—১৬৭। বাখ্‌—১৭৩। বীটোফেন্‌—১৭৭। হ্যান্দেল—১৮৪। হাইডেন্‌—১৮৭। চাইকভস্কি—১৯২। শুবার্ট—১৯৫। বার্থহোলদী—২০৪। শুম্যান—২০৮। শোপ্যাঁ—২১৫। ভাগ্‌নার—২১৭। ব্রাম্‌স—২২১। বেরলিয়জ—২৩০। লিস্ত—২৩৩। গণপৎ রাও, মৌজুদ্দিন—৩৪৪। শোরী মিঞা, শ্রীধর কথক, কালী মীর্জা—৩৪৮-৩৪৯।